

BAMU

Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat



বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২৬



জাতীয় বাজেট ২০২৬-২০২৭: সারসংক্ষেপ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

সহযোগিতায়



১. প্রেক্ষাপট

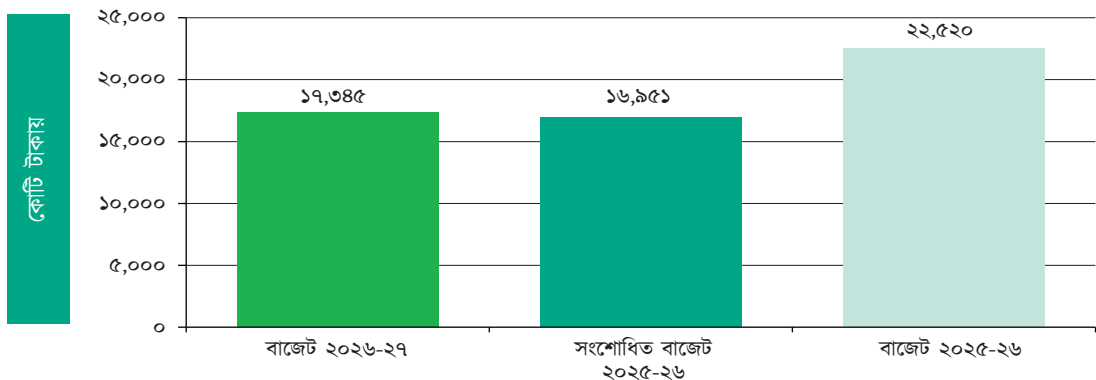
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত দেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। এই স্বীকৃতি থেকেই বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এই খাতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। বর্তমানে দেশের মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২৮ হাজার ৯১৯ মেগাওয়াট, যেখানে গ্যাসচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ১২ হাজার ৪৭২ মেগাওয়াট, কয়লাচালিত কেন্দ্র থেকে ৭ হাজার ৭৬৯ মেগাওয়াট এবং নবায়নযোগ্য উৎস থেকে মাত্র ১ হাজার ৬৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে [১]। জীবাশ্ম জ্বালানির উপর অতিনির্ভরতা, অনুৎপাদনশীল বিদ্যুৎকেন্দ্রে অতিরিক্ত ক্যাপাসিটি চার্জের বোঝা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের ধীর গতি এই খাতের দীর্ঘদিনের কাঠামোগত সমস্যা। বিদ্যুৎ খাতে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার বকেয়া বিল এবং এ পর্যন্ত প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকার ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধের ভার বহন করেই বর্তমান সরকার এই খাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের রূপান্তরে একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার, দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতা দূরীকরণ এবং বিদ্যুৎ আমদানি ও চুক্তি পর্যালোচনা।

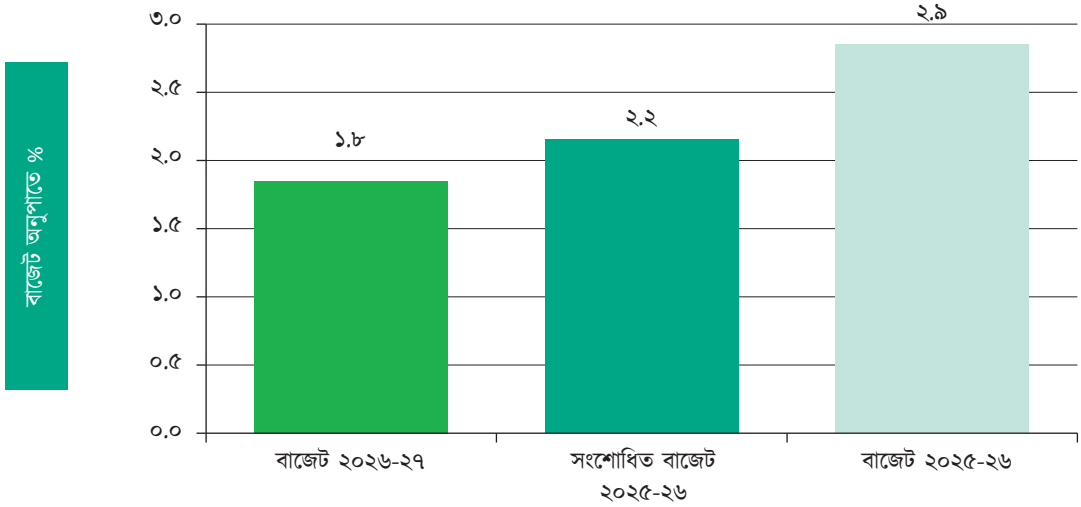
সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ইতোমধ্যে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। জাতীয় সংসদ ভবনে এক মেগাওয়াটের রুফটপ সোলার পাওয়ার সিস্টেম চালু করে প্রধানমন্ত্রী টেকসই জ্বালানির দিকে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার বার্তা দেন। জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি ও নেট মিটারিংয়ের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত মোট ৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে এবং সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। অর্থবছর ২০২৬-২৭ এর প্রস্তাবিত বাজেটেও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছিল ২২ হাজার ৫২০ কোটি টাকা, যা ছিল মোট বাজেটের ২.৯ শতাংশ। পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে এই বরাদ্দ কমিয়ে ১৬ হাজার ৯৫১ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা সংশোধিত মোট বাজেটের ২.২ শতাংশ। আসন্ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৭ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১.৮ শতাংশ (লেখচিত্র ১)। চলমান অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে টাকার অঙ্কে বরাদ্দ বাড়লেও, মোট বাজেটের অনুপাতে তা কমেছে।

লেখচিত্র ১: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বাজেট বরাদ্দ (টাকার পরিমাণ এবং শতাংশে)



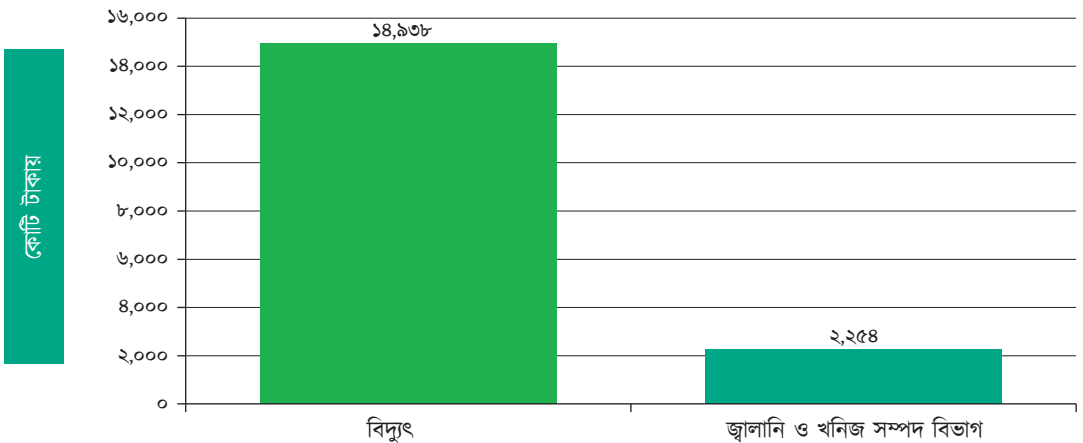


তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৬-২৭, বিবরণী-২।

৩. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বরাদ্দ প্রস্তাবনা

২০২৬-২৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ এবং খনিজ সম্পদ বিভাগে সর্বমোট ১৭ হাজার ১৯২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য ১৪ হাজার ৯৩৮ টাকা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য ২ হাজার ২৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে।

লেখচিত্র ২: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বরাদ্দ প্রস্তাবনা



তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৬-২৭, বিবরণী-১০।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে উৎপাদন খাতে মোট ৮টি প্রকল্পের জন্য ১৭ হাজার ৪৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। সঞ্চালন খাতে ৯টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৫ হাজার ৮২৬ কোটি টাকা। আর বিতরণ খাতে সর্বোচ্চ ১৭টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৯ হাজার ৩১৯ কোটি টাকা। বিতরণ খাতে প্রকল্পের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হলেও উৎপাদন খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ সর্বোচ্চ।

সারণী ১: ২০২৬-২৭ বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী বরাদ্দ প্রস্তাবনা

	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রকল্পের সংখ্যা
উৎপাদন	১৭,৪৩০	৮
সঞ্চালন	৫,৮২৬	৯
বিতরণ	৯,৩১৯	১৭

তথ্যসূত্র: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৬-২৭।

৪. উপসংহার

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির চেয়েও জরুরি হলো বিদ্যমান বরাদ্দের কার্যকর ব্যবহার এবং কাঠামোগত সংস্কারের প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুতের ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে প্রতি বছর প্রায় ৭৬০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ সংযোজন প্রয়োজন, যা বর্তমান অগ্রগতির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। সাম্প্রতিক সংস্কার উদ্যোগ ও সরকারের নীতি-অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় রুফটপ সোলার সম্প্রসারণ এবং গ্রিড আধুনিকায়নে যে গতি সৃষ্টি হয়েছে, তা অব্যাহত রাখা অপরিহার্য। তবে ক্যাপাসিটি চার্জের বোঝা হ্রাস না হলে এবং জ্বালানি আমদানিনির্ভরতা কমানো না গেলে এই খাতের দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে না। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত না হলে বাজেট বরাদ্দ কাজক্ষিত ফলাফলে রূপান্তরিত হবে না। সামগ্রিকভাবে, একটি শাস্ত্রীয়, নির্ভরযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তোলা টেকসই শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদি পূর্বশর্ত।